কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 15 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১৪... কলাম ...১...

অবশেষে ভ্যাট প্রত্যাহার

প্রশংসনীয় ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত

গত বৃহস্পতি ও রবিবারের ধারাবাহিকতায় সোমবার আবারও রাস্তায় নামে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। টিউশন ফি থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে তারা। তবে দুপুরেই খবর আসে, ভ্যাট প্রত্যাহার করা হচ্ছে। পরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, 'চলতি অর্থবছরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ওপর আরোপিত সাড়ে সাত শতাংশ মূসক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।' একটি অহিংস আন্দোলন সহিংসতায় রূপ নেওয়ার আগেই সরকার ভ্যাট প্রত্যাহারের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা অত্যন্ত ইতিবাচক ও সময়োপযোগী। সিদ্ধান্তটি অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। তবে একেবারে শুরুতেই বিষয়টি বিবেচনা করা যেত। তাতে শিক্ষার্থীরা গত কয়েক দিনের নাগরিক ভোগান্তির কারণ হতো না। গত রবিবারই বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈদের ছুটি ঘোষণা করা হয়। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িক ছুটিও ঘোষণা করে। বড় ধরনের কোনো সংকট দেখা দেওয়ার আগেই সমস্যার সমাধান হওয়ায় সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে।

মানুষের মৌলিক অধিকার শিক্ষা এখন বাংলাদেশে ক্ষেত্রবিশেষে পণ্য হিসেবেই বিবেচিত। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক—প্রায় সব স্তরেই উচ্চমূল্যে কিনতে হচ্ছে শিক্ষাসেবা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি অনেক বেশি। পক্ষান্তরে আবাসনব্যবস্থা থেকে শুরু করে অনেক বিষয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তার বেশির ভাগই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভাগ্যে জোটে না। তার ওপর অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও পাঠপরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন আছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফির ওপর যখন ভ্যাট আরোপ করা হয় তখন থেকেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত অসন্তোষ আন্দোলনে রূপ নেয়। আন্দোলনের শুরুতে এনবিআরের পক্ষ থেকে মোবাইল ফোনে এসএমএস করে জানানো হয়, ভ্যাট দেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ; শিক্ষার্থীরা নয়। কিন্তু শিক্ষার্থীরা এ ঘোষণায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ভ্যাট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদসচিব জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের টিউশন ফির ওপর আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবির বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ঘোষণার আগেই সংবাদমাধ্যমে খবর আসে, ভ্যাট প্রত্যাহার করা হচ্ছে। এ খবরে সড়ক অবরোধ তুলে ক্যাম্পাসে ফিরে যায় শিক্ষার্থীরা।

এ কথা এখন মানতে হবে যে সরকারের এই একটি সিদ্ধান্ত দেশের একটি মহলকে সংক্ষুব্ধ করেছিল। কাজেই যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সরকারকে ভাবতে হবে। মানুষের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে, সরকারের জনপ্রিয়তায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত সরকারকে কিছুটা হলেও অস্বস্তি থেকে মুক্তি দিয়েছে। এখন অভিভাবকদের আর্থিক সংগতি, আর্থসামাজিক অবস্থার পাশাপাশি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি রেখে টিউশন ফি নির্ধারণের বিষয়টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভেবে দেখতে পারে।